বাঘ ডেকেছিল

BANGLADARSHAN.COM

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জ্যোতি পাঠক তাড়া না দিলে এ-বই কবে বার হত কিংবা আদৌ বার হত কিনা সন্দেহ।

একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। খালি গোলায় নতুন ফসল তোলার চাড় হবে। ভাবতে হবে, পদ্যের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা।

নাকি এর জন্যে দায়ী কলকাতার পা-খোঁড়া-করা রাস্তাঘাট? গৃহবন্দীর অন্তরীণ গতিবিধি?

নতুন ক'রে আবার রাস্তায় পড়ি-মরি ক'রে চলতে চলতে সে সব ভাবা যাবে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

বাঘ ডেকেছিল

ছাদে কাটা ঘুড়ি
কাক চোখ রাখে
নিচে জলচুড়ি
ঝাঁঝরির ফাঁকে

দেখা দেয় ছিঁড়ে
কুয়াশার জাল
রাতের শিশিরে
গো-ধোয়া সকাল।

সারাটা শরীরে
আঁচড়ের দাগ
কাল রাত্তিরে
ডেকেছিল বাঘ।

BANGLADARSHAN.COM

টেবিলে গোলাপ।
বই এককোণে।
ব্যাং দেয় লাফ
স্মৃতির উঠোনে।

হাট ক'রে খোলা
দরজা কপাট।
তাকে আছে তোলা
সব পুজোপাঠ।

গরাদের ফাঁকে
কে মুখোশআঁটা
কালো ডোরাকাটা
গেরুয়া পোশাকে?

ফুঁড়ে ও দেয়াল
কানে যায় নি লো?
রাত্তিরে কাল
—বাঘ ডেকেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

কেন যে

এ কী ঢং।

এ আবার কী অলুক্ষণে হাওয়া
সারাক্ষণ যাওয়া যাওয়া যাওয়া

বন্ধ কর কান, বিধুমুখি
শুনিস্ নে ও-কথা
যেতে যেতে কেমন স্বখাতে
থেকেও তো যায়
যে নদী বহতা

তার চেয়ে বলা ভালো আসি–
কেন-যে, সে তুই
বিলক্ষণ
জানিস্ সর্বনাশী॥

BANGLADARSHAN.COM

সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি

গোঁফ ওঠে নি; ডিং মেরেও
দরোজার ছিট্‌কিনিতে যে বয়সে পৌঁছোয় না হাত–
শরীর পায় না টের
রক্তের দোলায় দিনরাত্রির তফাত,
সকলের সমক্ষে ছেড়েও
অম্লানবদনে দিব্যি পরা যেত খালি গায়ে সুদ্ধু যৎসামান্য ইজের

সে সময়ে থেকে থেকে দমকা ছাঁটে
কানা ক'রে দিয়ে বৃষ্টি
হাটে মাঠে বাটে
অহর্নিশ একনাগাড়ে পড়েছিল মুষলধারায়
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি।

আর সেই জলবন্দী দ্বীপে
শানবাঁধানো ইঁদারায়
পা-টিপে পা-টিপে
হাতের নাগালে উঠে এসেছিল অন্ধকারে নির্বাসিত
বহুশ্রুত
কূপমণ্ডূক দুটো
ব্যাঙ।
বাইরের জগতে তারা ইচ্ছে করলে ড্যাডাং ড্যাডাং অনায়াসে দিতে পারত
লাফ–
কিন্তু কী আশ্চর্য, লাফ দিতে দেখি নি তো।

সামনের জিওল গাছে খালি চাপ চাপ
ঝুলত জমাট রক্ত
থুত্থুরে বুড়োর মত পাকাপোক্ত
কোঁচকানো বাকলে।
বর্ষার কয়েকটা মাস দেখেছি যদ্দুর
চোখ তার ভ'রে উঠত জলে।

BANGLADARSHAN.COM

যাঁর কথা বলব ব'লে এ কবিতা লেখা
তিনি কিন্তু এতক্ষণ একা
এককোণে;
ফুটো ছাদ;
উনুন নেভানো।

শিকেয় মাটির হাঁড়িকুঁড়িগুলো খালি পেটে কেবলি দোল খায়।
চাল বাড়ন্ত; কাছে পিঠে থাকে বেশ ক'ঘর যজমানও।
উঠুক রোদ্দুর।

এরপর শুধু একটা দৃশ্য আছে মনে।
কী যে হতভম্ব হয়ে আধখোলা জানলায়
আমি গণেছিলাম প্রমাদ।

নখদন্তহীন সেই পুরুত ঠাকুর
অঙ্গুষ্ঠে জড়ানো পৈতে, ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত তর্জনী
পড়লেন কি সব মন্ত্র (পাল্লা দিচ্ছে তার সঙ্গে মেঘের গুড়গুড়)
ওঁ স্বাহা ফট্ বলে গলবাদ্যে ফোটালেন ধ্বনি।

BANGLADARSHAN.COM

পৈতে ছিঁড়ল, মন্ত্র গেল বৃথা।
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি
ভাসল সৃষ্টি
সে বালক আজও ভোলে নি তা॥

ছাড়া ছাড়ি

কাল রাতে পেটে পড়েছিল বেশ
তার জের টেনে সকালে খোঁয়ারি।
এখন আমার এমন বয়েস
লোকে চায় আমি সবকিছু ছাড়ি।

রূপ রস থেকে গন্ধ স্পর্শ
একে একে সব। দীর্ঘ ফর্দ।
কিছুই না মেনে আমি অবশ্য
রাজী বিধিমতে হতে সোপর্দ।

মনে নেই রাতে ফিরেছি কী ক'রে।
টলতে টলতে? কী আশ্চর্য!
পাথরের খাঁজে পা দিয়ে শিখরে
ওঠাটা হাঁটুর হয় নি সহ্য।

BANGLADARSHAN.COM

যখন ক'জনে হয়ে গিয়ে বুঁদ
ভেতরে ঢুকছি সব গল্পের
খালি গেলাসের গায়ে বুদ্বুদ
চেষ্টা করেছে কায়কল্পের।

কী যে হয়েছিল জানিনা কখন
নিজের মধ্যে ছিলাম না ঠিক।
রসাতলে ডুবে গিয়েছিল মন
খোঁজার সূত্রে হারানো মানিক।

হয়ত তা নয়। হয়ত বা তাই।
নাগাল পাই না কোনো বস্তুর।
ছাড়তে চাই না, তবু ছাড়াটাই
শুনি এ খেলার নাকি দস্তুর॥

পায়াভারী

আদতে বইয়ের পোকা।

হোক যতই
ডাকসাইটে পণ্ডিত।

সর্বক্ষণ
মুখে বই
কী গ্রীষ্ম কী শীত।

সময়ের টাকা-আনা-পাই
ভর্তি করত তার জেব।
খরচ করত না অতএব
একটিও মুহূর্ত খামোখা।
দু মলাটে ঘাড় গুঁজে চর্বিতচর্বণ–

BANGLADARSHAN.COM

দিনকাল এইভাবে চলছিল।
লোকটা এ জগতে থাকে
জানত না কাকচিলও।
সে খবর রাখত শুধু প্রতিবেশী কয়েকটা ইঁদুর
থাকত তারা আলমারির তাকে
মহানন্দে বেঁধে ঘর, তৎসহ আঁতুড়।

ঐ গণ্ডমূর্খদেরই একজন কেউকেটা
অজ্ঞতাবশত ঝুটমুট
পায়ে করেছিল দন্তস্ফুট–

পণ্ডিতের পায়াভারী হওয়াতেই জানা গেল সেটা॥

একাকারে

এসো, এই ঝর্ণার সামনে–
নতজানু হয়ে
আমাদের দুহাত-এক-করা
অঞ্জলিতে
তোমার পানি আর আমার জল
জীবনের জন্যে
একসঙ্গে একাকারে ভ'রে নিই।

দেখ, জপমালা হাতে
তোমার মা আর আমার আম্মা
জগৎজোড়া সুখ
আর দুনিয়া জুড়ে শান্তির জন্যে
একাসনে
একাকারে প্রার্থনা করছেন।

BANGLADARSHAN.COM

শোনো
কোরাণের সুরার সঙ্গে
উপনিষদের মন্ত্র,
সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গে
ভোরের আজান
একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে॥

দু ছত্র

কথা ছিল, যাবো
আরো কিছুদিন পরে

গুছিয়ে গাছিয়ে,
যেখানকার যা
সেখানে তা রেখে
যাকে যা দেবার
দিয়ে থুয়ে সব

হঠাৎ...
এসেছে জরুরি তলব।

মানে না শুভঙ্করীর আর্যা,
কী কী এবং কে
এসব অঙ্কে
যে আদৌ নেই

ক্ষুদকুঁড়োকেই যে পরমান্ন
ব'লে মেনে নেয়,
যৎসামান্য
পেলেই যে খুশী
যে সর্বত্র,
তার জন্যেই

যাবার বেলায়
এই দু ছত্র॥

BANGLADARSHAN.COM

জরুরি ডাকে

কাল ছিল যাবার কথা।
হঠাৎ জরুরি ডাকে
আজই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

একটু যে গুছিয়ে গাছিয়ে নেব–
যে যা পায়
তাকে তা দেওয়া,
ছেঁড়াগুলো সেলাই,
ফুটোগুলো রিপু
–তার আর সময় নেই।

আকাশে কি মেঘ আছে?
হাতের চেটোয়
সূর্যকে আড়াল ক'রে দেখে নিই।

BANGLADARSHAN.COM

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে
বেশ কয়েকটা মুখ

ওরা কেউ জানে না
আমার এই আচম্‌কা রওনা হওয়ার
খবর

বাঁধাধরা ছকটা যখন হঠাৎ
উল্টে যায়–
তাতেও বেশ একটা মজা হয়॥

এককাঠি দুকাঠি

এক পা বাইরে
এক পা
মনের ভেতরে।
ডালে দোল খায়
আকাশকুসুম
শৃঙ্খলে বাঁধা
স্মৃতি যায় ঘুম
শেকড়ে

এক পা ওঠালে
এক পা
পেছনে ঠেলে।
এ যখন ছাড়ে
লাগে ওর টান
থেকে থেকে হলে
ওর উত্থান
এ পড়ে।

এক পা বাইরে
এক পা
মনের ভেতরে।

এক পা বাড়ালে
এক পা
থাকবে আড়ালে
ও যখন ভয়ে
নিজেকে গোটাবে
এ তখন রাগ
ফোটাবে ফোলানো
কেশরে।

BANGLADARSHAN.COM

এক পা বাইরে

এক পা

মনের ভেতরে॥

BANGLADARSHAN.COM

আরে ছো

কেটা এক চণ্ডীদাস ব'লে
কোথাকার কোন্ এক বোষ্টম
কবে কোন্ মান্ধাতা আমলে
বলেছে লাগিয়ে দম–

শুনহ মানুষ সত্য
সবার উপরে।

তুমি তাই বিশ্বাস করেছ।

আরে ছো!
এখানে আমার সঙ্গে
তুমি এসো এই মোড়ে

চেয়ে থাকো।
দাঁড়াও, এখুনি পড়বে
এ রাস্তায় আরও একটা লাশ।
ফেটে পড়বে জয়গর্বে
উন্মত্ত উল্লাস।
শুনতে পাবে প্রাতঃস্মরণীয়
সকলের কণ্ঠস্বর–

জয়হিন্দ্ জিন্দাবাদ যুগযুগজীও
বন্দেমাতরম আর
আল্লা হো আকবর।

শুনহ মানুষ সত্য
বলেছিল কোন এক হরিদাস
তুমিও তো বিশ্বাস করেছ!

আরে ছো!

BANGLADARSHAN.COM

তবুও যদি হত কোনো মাংসাশী ও মেছো
বেদব্যাস–
বোঝা যেত
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধু-টুদ্ধু!
তা নয়, কে এক বুদ্ধু...

BANGLADARSHAN.COM

মনে পড়ে কি

মনে পড়ে কি?
বলেছিলে যা
ঝড়ের মুখে
ভাঙা নৌকোর
নাগরদোলায়
দুলতে দুলতে!

মনে পড়ে কি?
বলেছিলে যা
এক পৌষে
মাটির সরায়
রং পিটুলি
গুলতে গুলতে?

BANGLADARSHAN.COM

মনে পড়ে কি?
বলেছিলে যা
দারুণ ব্যথায়
ককিয়ে উঠে
বাঁধনগুলো
খুলতে খুলতে!

মনে পড়ে কি?
বলেছিলে যা
বন্দীশালায়
বীরদর্পে
লাল পতাকা
তুলতে তুলতে?

মনে পড়ে কি?

মনে পড়ে কি!

দেয়ালে লেখা

নিশির ডাকে

ভুলতে ভুলতে!

BANGLADARSHAN.COM

দূরান্বয়

সাদা চুলে
দেখতে পাচ্ছি দরোজার
ঝন্‌কাঠে দাঁড়িয়ে–

টেবিলে পা তুলে
কোথাকার কে এক ছোকরা
তর্জনী নাড়িয়ে
সামনের দেয়ালকে বলছে,
‘কে ওখানে বটো?
হটো হটো হটো!’

বাইরে বেরিয়ে ভাবি
দেয়ালের কান নেই
শোনে না, ভাগ্যিস্‌!
নাহলে মাথায় ভেঙে পড়ত ছাদ
শূন্যতাকে ভ’রে দিত
শুধুই রাবিশ।

ঘুরে ফের জানলায় আসি
মুখ বাড়িয়ে দেখি–
একি!
চোখে দিয়ে ঠুলি
ছোকরাটি সমানে বলছে
সেই এক বাঁধাবুলি
‘হটো হটো হটো!’

ঘরের ভেতরে কোনো দৃশ্য নয়,
টেবিলে পা তুলে
ঝাপ্‌সা এক দূরের অন্বয়–
বহুকাল আগে তোলা
আমাদের যৌবনের ফটো॥

BANGLADARSHAN.COM

ছড়াই

যাব কেবল চোঙা ফুঁকে
নুন দেব না জোঁকের মুখে
তাড়িয়ে দিয়ে মা-ছি
খাচ্ছি দুধের চাঁ-ছি
আমার নাম নিধিরাম শর্মা।
ভারত এই অধীনের সৎমা॥

হলে চোখোচোখি
বল্, 'জী আজ্ঞে।'
মোড় ঘুরল কি?
যা পিছে লাগ্‌গে॥

সরকারী এঁটোকাঁটার হিস্যা
পাবার জন্যে এ-ওকে ঈর্ষ্যা॥

অবাক কাণ্ড ঘটে এমন যে!
কাঠের পুতুল পাথরে ব্রোঞ্জে॥

হাত পেতে রাখো
কিছু পাবে না কো।
হাতে বাঁধো মুঠো–
একটা না, দুটো॥

বেলা গেল নাকি, ভুলেছি বলতে–
পাকানো হয় নি সকালে সল্‌তে॥

ভোটকম্বল ভোটকম্বল
অষ্টরম্ভা জোট সম্বল।
নেভাবে আগুন কোন্ দমকল?
ভোট কম বল্ ভোট কম বল্॥

BANGLADARSHAN.COM

ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজের একটি কবিতা

তা হয় না

অত্যাচার শেখাবে ভক্তির রীত?
তা হয় না।
বিগ্রহ দেখাবে ঈশ্বরের পথ?
তা হয় না।
শরীরের শূলে-চড়ানো বাসনাগুলোর
হিসেব রাখছে
আমার কোতোয়াল–
ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান তা ব'লে
ওভাবে হয় না
প্রত্যেকটা রাত আর প্রত্যেকটা মুহূর্ত
যেন কেয়ামতের দিন–
এমন হয়ে থাকে
তাই ব'লে রাত পোহালে যে
প্রত্যেকটা সকালই হবে
শেষবিচারের দিন–
তা হয় না
হৃদয়রাজ্যে পুরুষকার আর অদৃষ্ট
দুইয়ের কারোই কিছু করার নেই
এখানে তাঁর ইচ্ছার আর মর্জির পরিমাপ
এভাবে হবে না।
যুগের করুণাধারা বয়ে চলেছে,
ঘূর্ণ্যমান সারা আশমান।
তুমি যে বলছ, যা হওয়ার সবই হয়ে গেছে–
তা হয় না॥

BANGLADARSHAN.COM

তখনও

সূর্য তখন বসেছিল পাটে
এ কথা তখনকারই–

ছেড়ে যেতে নাড়ি
উনিও তখন খাটে।

তখনও কে যেন বাড়াচ্ছে হাত
বলছে, এই যে
দিন–
একটা যাহোক তাহোক

মুখ ঢাকা ব'লে হয় না কো সাক্ষাৎ
দিন দিন ব'লে
তখনও বাজছে টিন
এদিকে তখন করতালে খোলে
'নেই যে'
উঠছে বোল

এই রকমের আবোল তাবোল
বলেছিল খুব চেনা এক শববাহক॥

BANGLADARSHAN.COM

তার কাছে

গৌরচন্দ্রিকা থেকে পরিশিষ্টে
ছুটিয়ে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদে
ওপরে সোনার জলে
নামধাম লিখে
যথোচিত ঠাটবাটে

মর্কটের চামড়ার মলাটে
আষ্টেপৃষ্টে
যে আমাকে বাঁধে

বলো পাখি,
গিয়ে বলো,
রাধে রাধে রাধে

BANGLADARSHAN.COM

তার কাছে
না, আমি যাব না

নিজে হাতে বোনা
অঙ্গরাখা দিয়ে ঢেকে
দুপাশে ভরাট পরিপাটি
সাদাসিধে
শুধু দুটো বাটি
যাতে মেটে
একটিতে আমার তেষ্টা
অন্যটিতে ক্ষিধে
যার চেষ্টা
আমাকে সে বেঁধে রেখে দেয়
সোনার খাঁচায়
সারাক্ষণ আদরে
আহ্লাদে

বলো পাখি কৃষ্ণ কৃষ্ণ
গিয়ে বলো
রাধে রাধে রাধে

তার কাছে
না, আমি যাব না
সমস্ত যন্ত্রণা
যে নিজের ক'রে নিতে জানে
হো হো ক'রে হেসে,
মরতে মরতে দুর্ভিক্ষে খরায় বানে
বাঁচে আর
বাঁচায় অক্লেশে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো পাখি
গিয়ে বলো
রাধে রাধে রাধে

BANGLADARSHAN.COM

তার কাছে
মহানন্দে থাকি

কারণ, সে বেঁধে দিয়ে ছাড়ে
এবং যতটা পারে
ছেড়ে দিয়ে বাঁধে॥

কখনও কখনও

চোখ পড়তেই উঠেছি বিষম আঁৎকে–

চারপায়ে খাড়া হয়ে দাঁতনাড়া
দিচ্ছে সমানে
ভুলে গিয়ে ডাক
ঘাড়ে গর্দানে
কোথাকার এক
পাজীর পা ঝাড়া কুকুর।

আরে দূর দূর!
পাশ দিয়ে চলে গেলেই তো হয়,
কিছু বলবে কি?
দেখি!
ঝট ক'রে ব্যাটা ঘুরিয়ে ফেলেছে ঘাড়।
বিচ্ছিরি এক ব্যাপার।

BANGLADARSHAN.COM

একটা রাস্তা এসে
ফিরে যাব নাকি শেষে?
তাতেও তো আছে বিপদ।
পেছন ফিরলে দিতে পারে ঘাড়ে লাফ–
কুকুরটা অতি নচ্ছার অতি বদ্!

পূর্বে কখনও পড়িনি এমতাবস্থায়।
কী যে করা যায়, কী যে করা যায়!
মনকে বোঝাই জীবনের সার ধৈর্য।

সত্যিই শেষে এসে গেল পালাবার জো।
না, মোটেই হঠকারিতার নয়–
হঠাৎ একটা সময়,
পুরো রাস্তাটা ফাঁকা ক'রে দিয়ে

মাথার উপরে ভেঙে পড়েছিল
আহা, কী মিষ্টি
কুকুর তাড়ানো বৃষ্টি।

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ি ছুঁয়ে

যে দেয়ালে বুড়ি দিত এতদিন ঘুঁটে
ভদ্রলোকের বেটারা সেখানে জুটে

তাতে নানা রং ফলিয়ে গিয়েছে লিখে
বুড়ি জানে না কো কারা কোন্ দল কী কে

একই দেয়ালের ভাগ ক'রে দুই পিঠে
দুদলেই যায় দুদলের ঢাক পিটে

ওরা বলে, মুখে ধরব দুধের বাটি
ভাই, আমাদের ওঠাও আরেক কাঠি

এরা বলে, আরে! চুপচাপ ব'সে থাকো
কলেকৌশলে গরিবি হটাই, দেখ–

BANGLADARSHAN.COM

ভদ্রলোকের এক কথা খালি শুনে
মাজা প'ড়ে গেল দিন গুনে দিন গুনে

বুড়ি ভাবে হাতে নিয়ে গোবরের ঝুড়ি
আজাদীর হল ক' বছর? দুই কুড়ি!

এক দেয়ালেই পিঠোপিঠি থেকে দু'য়ে
বুড়িকে সরায়, থাকে তবু বুড়ি ছুঁয়ে॥

পালানো

গিয়েছিল
এই ফিরল।

দেখ, কিরকম খাড়া ক'রে আছে নাক?
দেমাক বুঝেছ
দেমাক!
নিজেকে ও ভাবে খুব তালেবর–
তাই না?

সামনে একটা আয়না
ধরলেই ব্যাটা (আসলে তো কেঁচো)
বনে যাবে বালখিল্য।

গিয়েছিল
এই ফিরল।
BANGLADARSHAN.COM
এসে বসতে না বসতে–
ভাঁজে মতলব যাওয়ার
ঘরে ওর মন রয় না।

যেতে তৎপর,
ওদিকে আবার
শানে পা ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে
ফিরতেও ত্বর সয় না।
হেঁটেই বেড়াত, আজকাল খুব উড়ছে–
নুড়ো জ্বালো ওর পুচ্ছে।
হ্যাঁ, তুমি ভায়া যা বলেছ তা ঠিক–
ভ্যালা পদাতিক!
(শুনলে তা চটে)
ভ্যালা পদাতিকই বটে!
এসেই আবার গেছে সে কেন্দুবিল্ব।

গিয়েছিল।

এই ফিরল।

ধর্ বুড়োটাকে

ভালো ক'রে ঠ্যাং চেপে

কেবলি সে ক্ষেপে ক্ষেপে

স'রে পড়তে না পারে।

বুঁজিয়ে চোখের পাতা

গোঁজ্ তুলো ওর নাকে।

ও কিন্তু সব দেখছে চোখের আড়ে।

একি আমাদের সেই মুখপোড়া, হ্যাঁ লো!

ধরেছিল

তবু পালালো॥

BANGLADARSHAN.COM

খালি পুতুল

মৃত শহরটাতে জমবে খাসা
বুড়ো শকুনদের মচ্ছব

তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে
এ পাড়ায় উড়ে এসে
ফাঁকফোঁকরে চোখ রেখে
তারা বসল:

বাঁধা ছক মতোই ঠিকঠাক
সব চলছে

নুন খাইয়ে খাইয়ে
তেষ্টায়
কিছু লোকের ছাতি ফাটিয়ে
আর বাদবাকিদের
ধুনোর গন্ধে নাচিয়ে
মাথাগুলো খালি ক'রে
স্বয়ংচালিত পুতুল বানিয়ে
ধর্মের কল বাতাসে নাড়ার ভঙ্গিতে
কামানবন্দুক গোলাগুলি দিয়ে
মোক্ষম মোক্ষম জায়গায়
ওদের বসিয়ে দেওয়া হল

বাজি মাৎ ক'রে
কলের পুতুলগুলোর
দম যেই ফুরিয়ে যাবে

শকুনিরা ঠিক তখনই
বাইরে বেরিয়ে এসে

মৃত শহর জুড়ে
দাঁত আর নখের খেলায়

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ো হাড়ে দেখাবে ভেল্‌কি

তারপরই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে
আগুনের ঘেরা টোপে
ফাটতে লাগল কানের পর্দা
কেবল এক হাতে বাজছিল না ব’লে

ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের সহযোগে
হাততালি দেবার
আর একই সঙ্গে ডুগিতবলায়
বোল ফোটাবার কাজে
হিংসুটে লোকেরও অভাব হল না
এরপর হঠাৎ যে কী হল
দু দণ্ডেই সব চুপ।

খেল্‌ যেই খতম
বুড়ো শকুনেরা আর সেখানে থাকে?

BANGLADARSHAN.COM

দেখা গেল লড়াইয়ের জায়গায়
মুণ্ডু একদিকে ধর একদিকে হয়ে
দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
প’ড়ে আছে মানুষের পোশাক-পরা
একরাশ পুতুল

মৃত শহরের মানুষগুলোর জন্যে
গলা ছেড়ে যারা কাঁদতে যাচ্ছিল
পুতুলগুলোকে দেখে
তাদের গলায় কান্না আট্‌কে গেল॥

একটু আধটু

খড় খড়িয়ে
খড় খড়িয়ে
ঘুরে বেড়াই
গাব্‌দা গোব্‌দা
রং-চটা এক
কাঠের লাট্টু।
এই রয়েছি, পরক্ষণেই চলে গেলাম
কোথায় গেলাম? কোথায় গেলাম?
কী যেন নাম?
দাঁড়ান ভাবি–
টিম বাক্‌টু।

আমি একজন আদ্‌মি রইস্‌।
রাস্তা মোকাম
সড়ক সরাই।
আমিই সওয়ার
আমিই সহিস
থাকার মধ্যে একটা শুধু
ছোট্ট-টাট্টু।

চাবুক হাতে তারই পিঠে
তামাম মুলুক দাব্‌ড়ে বেড়াই
কোথায় তেতো কোথায় মিঠে
যার কাছে যা আছে তাতে
ভাগ বসাতে
জিভের আগায় চেখে দেখতে
খুব বেশি নয়–
একটু আধটু॥

BANGLADARSHAN.COM

অর্থাৎ

মাননীয় সভাপতি, ভাইবন্ধুগণ,
সতাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই,
উপস্থিত বাবা-দাদা এবং মা-বোন,
আগে তো শুনুন, পরে করবেন জবাই

আমাকে যে অর্থে মন্ত্রী হয়েছে বানানো,
তার উৎস, পরিণাম, ব্যুৎপত্তিই বা কিবা
এ সকল আপনাদের বৃথাই জানানো–
সাধারণে ধরে অসাধারণ প্রতিভা।

পূর্ববর্তী বক্তারা তো বলেছেন সবি
আমার বলবার কথা নেইকো বিশেষ
কেবল কথায় আর ভোলে না কো ভবী
গন্ধ দিয়ে বোঝে লোকে সরেস নিরেস।

BANGLADARSHAN.COM

তবু যদি চলে যাই বিনাবাক্যব্যয়ে
কেই কিছু ভাবতে পারে, দেখায়ও খারাপ।
অতএব শুধু ক'টি জরুরি বিষয়ে
আপনাদের সামনে খুলব খাপ।

লোকে যাকে অর্থ বলে তা কি সত্যিকার?
নাকি এও সেই বস্তু–সর্পে রজ্জু ভ্রম!
ওল্টালেই দেখা যাবে সব ফক্কিকার–
বাষ্প হয়ে উড়ে যায় জল যেরকম।

অর্থ বানানোর কাজে চাই পাকা হাত
আপনারাই পারেন রুখতে মন্ত্রীর পালট–
এ জনসেবককে মনে রাখবেন। অর্থাৎ
অনর্থ ঘটায় না যেন ভুল বাক্সে ভোট।

ভোটপর্ব চুকে গেলে, চেয়েছেন যা যা
সব দেব। মাটি থেকে নিতে হবে খুঁটে।
চাখবেন কী? আপনারাই তো রাজা।
দেয়ালের লেখা ঢেকে অতঃপর দেওয়া যাবে যত ইচ্ছে ঘুঁটে।

BANGLADARSHAN.COM

সেকেলে

১

গায়ে ফিন্‌ফিনে সূক্ষ্ম বস্ত্র,
দুহাতের বাজুবন্ধ সোনার
চূড়া ক'রে বাঁধা তেলচিক্কণ
সুবাসিত কেশে দোলে ফুলহার।

যেন নবশশিকলা ঠিকরানো
তালপাতা গোঁজা কর্ণলতায়–
বঙ্গবারাঙ্গনার এ সাজ
যেই দেখে তার মাথা ঘুরে যায়॥
–অজ্ঞাতনামা, সদুক্তিকর্ণামৃত

২

স্তনযুগলের গা ছুঁয়ে
সূত্রহার
বক্ষে আদ্রচন্দন।

BANGLADARSHAN.COM

খোলা বাহুমূলে
আড়চোখে বারে বারে
চায় সীঁথি-ঢাকা গুণ্ঠন।

অঙ্গে অগুরু,
শ্যামল গায়ের রঙে
দূর্বাও মানে হার।

গৌড়ের যত
রমণী দেখতে পাবে
একই বেশ সব্বার॥
–রাজশেখর

শহুরে চালচলন ছেড়ে, সই
হাঁটো এখানে সরল ঋজু পায়।
ডাইনী ব'লে মোড়ল দেয় সাজা
একটুও আড়চোখে যে মেয়ে চায়॥

—গোবর্ধনাচার্য

BANGLADARSHAN.COM

ও আমার বঙ্গ

মাথা রেখে আকাশের নীল গায়
পার হয়ে সাগর তরঙ্গ
মেলেছে ধবল পাখা কাঞ্চনজঙ্ঘায়
আমাদেরি প্রাণের বিহঙ্গ।

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ।

অরণ্য নদীমালা নির্ঝর
ধ্বস নামে, বান ডাকে, ওঠে ঝড়
সুন্দর ভীষণ ভয়ঙ্কর
দিবস রজনী ঋতুরঙ্গ।

BANGLADARSHAN.COM

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ।

দুটি পাতা, মাঝখানে কুঁড়ি এক
দূরকে নিকট করা তার ডাক
রাখীবাঁধা ভূভারতে পৌঁছাক
জয় ক'রে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য।

ও আমার স্বপ্নের,
বিভব ও রত্নের,
জীবন ও জন্মের,
আদরের, যত্নের
আমার চোখের মণি বঙ্গ।

মুইন বিসেসু

প্রীতিভাজনেষু,–

মনে পড়ে বিসেসু-কে? মুইন বিসেসু?
বয়সে আমার চেয়ে ছোট ছিল। বেশ কয়েক বছরের ছোট।
বেনারসে যেতে যেতে, কাগজে দেখলাম তার মৃত্যুর খবর।
আর ফোটো।
সতেরো বছর আগে প্রথম আলাপ। এশীয়-আফ্রিকী
লেখকেরা মিলেছিল সে-বছর শহর বৈরুতে। বাস্তবিকই
অনিন্দ্যসুন্দর ছিল সে-সময়ে জাঁকজমকে ভরা সে বন্দর
দু'ধারে গিজগিজ করছে হোটেল টুরিস্ট ব্যাঙ্ক বারবনিতা নাইটক্লাব
ক্যাসিনো গুপ্তচর।
ফেলিস্তিন থেকে তার ঢের আগে এসেছিল ছিন্নমূল শরণার্থী।
আকাশ বাতাস ভারী করেছিল বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস আর আর্তি।
মনে গেঁথে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে আরেকবার দেশ হারানোর
সেই ছবি
স্বদেশে অজ্ঞাতবাসে থাকা এক ফেলিস্তিনী কবি
তখনও জানি না নাম, দেখা হল তার সঙ্গে নিজারের ফ্ল্যাটে
বৃষ্টি না পড়লেও, ছিল আকাশ ঘোলাটে।
শান্ত কণ্ঠ। স্বপ্নমাখা চোখে শোনাল সে ব্যথায় বিধুর
যে কবিতা, আজও আছে কানে লেগে। মরুভূমি, দুরন্ত দুপুর,
কুয়ো থেকে জল তুলছে আরব্য মেয়েরা; বেদুইন, উট
চোখ থেকে মুছে গেছে সে মুহূর্তে শহর বৈরুত
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা লেবানন, পদতলে ভূমধ্যসাগর

জন্মভূমি ছেড়ে, যখন পালানো ছাড়া থাকে নি কো কোনো গত্যন্তর
তার সঙ্গে ফের দেখা। সেবার লেনিনগ্রাদে। দল বেঁধে যাচ্ছিলাম
মিহাইলভ্স্কায়া। পুশকিনের জন্মোৎসবে। জানা হল নাম।
ভেতরে আগুন জ্বলছে। আরও তাতে ঢালছে মদ। চায় জ্বেলে দিক
দাবাগ্নি তা।
হয়েছে অসংখ্যবার এরপর দেখা। কিন্তু বন্ধ ঘরে শান্ত স্বরে

BANGLADARSHAN.COM

আর কখনও শোনায়নি কবিতা।
আমারই চোখের সামনে পেকে গেল ওর চুল, বদলে গেল গলা
শব্দগুলো ফাটতে লাগল; একেকটা যেন কামানের গোলা।
সাতপুরুষের ভিটে কেড়ে নিয়ে কুকুরের মতন তাড়ালে
কী হয় বুকের মধ্যে, কী জোটে কপালে
আমরা জানি না?

এখন শুধুই স্মৃতি। মানুষ বাঁচে না স্মৃতি বিনা।
তিন বছর, হ্যাঁ তো, ঠিক তিন বছর আগে
বৈরত তখন আর সে বৈরুত নেই। ভেঙে গেছে শহর দুভাগে
খৃস্টানে ও অখৃস্টানে। বিমান বন্দর থেকে সাঁজোয়া গাড়িতে
পৌঁছে দিল কেন্দ্রস্থলে অবিশ্বাস্য হোটেলের ভুতুড়ে বাড়িতে।
বন্ধ হয়ে গেছে সব পুরনো দরজা।
চা-খানায় কেউ নেই, যাকে দেখ তারই মুখে রমজানের রোজা।
মুইনের ফ্ল্যাট ছিল গলিস্য গলিতে। সুন্দর সাজানো।

BANGLADARSHAN.COM

যখন একটু রাত, গুটি গুটি অন্ধকারে সে-ফ্ল্যাটে কে এসেছিল, জানো?
ইয়েসার আরাফাত।
জমাট আড্ডায় কেটে গিয়েছিল, কোথা দিয়ে প্রায় সারা রাত।
গুলি চলছে মধ্যে মধ্যে, আগুনের গোলা পড়ছে ভূমধ্যসাগরে।
আমরা ফিরেছি দেশে। কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের সে হল হা-ঘরে
সুন্দর সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, কবিতার পাণ্ডুলিপি, সমস্ত স্মারক উপহার,
নির্বাসনে একমনে দুজনের সাজানো সংসার
মুহূর্তে সবকিছু ফেলে পালিয়ে গেল সে কোনোক্রমে, ওপারে তিউনিসে।
তারপর আলজিয়ার্সে দেখা। বলল, এসো পরের বার নতুন আপিসে।
হয়নি যাওয়া। চোখ তুলে যখনি চেয়েছি তার মুখে
মনে হত, সমস্ত সময় তার হৃত দেশ আছে জুড়ে কুরে-কুরে-খাওয়া তার বুকে।
কী ক'রে সে মারা গেল স্পষ্ট নয়। শূন্য পথে উড়ে যেতে যেতে মুক্ত পাখি?
নাকি একা লণ্ডনের কোনো এক রুদ্ধ কক্ষে, মধুর স্বপ্নের মধ্যে নির্জন একাকী?

তার দেশ ফিরে পাবে হৃত মাটি, তার জন্যে তোলা রইল সিংহাসন,
রাজার কিংখাব–
সকলেই সবকিছু পাবে। আমরা? দেখা হলে কার সঙ্গে ঝগড়া করব?
পরক্ষণে কার সঙ্গে ভাব?

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতি-পুরুষ

ঘর বার সমান রে বন্ধু
আমার ঘর-বার সমান।
পায়ের নিচে একটুক মাটি
পেলাম না তার সন্ধান।

আমার সেই পোষা পাখি
আকাশের নীল রঙে আঁকি
যত্নে বুকে ক'রে রাখি
তবু কেন সে করে আনচান।

জলে জন্ম জলেই মৃত্যু
মধ্যে খালি ঢেউয়ের নৃত্য
গতি ছাড়া আর সব অনিত্য
হয় ভাটি আর নয় উজান।

BANGLADARSHAN.COM

প্রকৃতি বিনে পুরুষ তো নেই
দ্বন্দ্ব যা তা দেহ মনেই
দুনিয়াটাও তো দুই নিয়েই
এক আমাকে জল মাটিতে দুখান করে এই দোটান।

টানা ভগতের প্রার্থনা

১

মাটির পেট থেকে সবকথা
আজও বার করা যায় নি
আরও কত পাথরের হাতিয়ার
হাড়ের অলঙ্কার আর মাটির তৈজস
মুখের আরও কত কথা
খোদাই করা আরও কত অক্ষর
অন্ধকার থেকে আলোয় আসার অপেক্ষায়।
ছুঁচে সুতো পরাতে পারি না
তা আমি অত দূরেরটা
কেমন ক'রে দেখব?

তোমার জন্যে আমার ঝুলিতে তোলা ছিল
কয়েকটা গল্প
বার করতে গিয়ে দেখি
কারো শেষ কারো গোড়া, কারো পাশ কারো মধ্যেটা
ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে
সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে
আমারই গল্প
কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায়
আর আমার থাকে নি।

২

গুরুজনেরা বন্দেমাতরম ব'লে হাত কপালে ঠেকিয়ে
তিনটে রং
কলাপাতায় সিঁদুর চন্দন বুলিয়ে
আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।
আগুনের তাপে
তিনকে এক ক'রে আমরা পেলাম
টক টকে লাল–

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের ধমনীতে বহমান যে রক্ত
তার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
সেই রঙে আমরা ছুপিয়ে নিয়েছিলাম
আসমুদ্র হিমাচলের আকাশে তোলা
আমাদের নিশান।

ভাই, ও ভাই!
তোমরা কি সেসব ভুলে গিয়েছ?
তিনকে এক করেছিল যে ইংরেজ
তাকে যে চক্রান্তকারীরা
পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদের মধ্যে
ঠেলে দিয়েছিল
নব কলেবরে আবার সে
উঠে আসবে।
ভাই, ও ভাই!
তোমরা কি তাকে ভুলে গিয়েছ?

BANGLADARSHAN.COM

নোংরা হাতের টানাটানিতে
আর ক্রমাগত
হাত বদলের ঠেলায়–
রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেখ
বাজে রঙের মেশালে আর সাত নকলে
আমাদের সে নিশানের
সে রং আর নেই
ফিকে তো বটেই, তা ছাড়া কী জানো?
রোদে একটু পুড়লে
জলে একটু ভিজলেই উঠে যাচ্ছে।

মাটি থেকে তুলে তিনটে রং
গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই
টকটকে লাল হবে।
ভাই, ও ভাই!

৩

কাল আমার কী হয়েছিল জানিনা
ঘুমের মধ্যে
আমি কেবলই চমকে চমকে উঠেছিলাম

দূর থেকে আমার খুব আপনার কেউ
যেন পাল্কি বেহারাদের গলায়
ঘোর অন্ধকারের মধ্যে
জল কাদায় ছপ ছপ করে হাঁটতে হাঁটতে
সুর করে বলছিল
ওঃ এই বাঘটার কী বড় বড় থাবা
এই, খবরদার
ইস, এ কোথায় এলাম রে বাবা
এই, খবরদার
অন্ধকার কী ঘুরঘুটি রে দাদা
ধাক্কু নাবড়, খবরদার
চোরের মায়ের খুব ফুর্তি রে দাদা
হাঁই দাব্ড়ে হুকুমদাব্ড়ে
শূন্য হাতে দশহাত দুগ্গা
হেঁইয়ানাবড় ধাক্কুনাবড়
গড়গড়িয়ে খালে পড়্গা
এই, খবরদার!

৪

যখন হাঁটবে
খুব পা টিপে টিপে
এখানে পেছল হয়ে আছে
ওখানটাতে গর্ত–

যখন হাঁটবে
খুব পা টিপে টিপে
পা টিপে টিপে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়টা পড়েছে বড় খারাপ।
কালো চশমা দিয়ে চোখ
বাঁদুরে টুপিতে কান
যে পারছে সেই ঢেকে রাখছে।
হাত নাড়াতে নাড়াতে ড্যানা দুটো
খসিয়ে ফেললেও কেউ দেখে না,
চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ফাটিয়ে ফেললেও
কেউ শোনে না।

নিজের কথা কী আর বলব।
দাড়ি কামাই, চুল আঁচড়াই,
চোখের কোলের কালি মুছি–
সমস্তই বিনা আয়নায়।
এখন আর আমাকে তাই নিজের মুখদর্শন
করতে হয় না।
সরতে সরতে আজ আমি সব কিছুর বাইরে।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যের পর শহরময় আলো নিভে গেলে,
অন্ধকারের কালো পর্দায়
তবু আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে
জবাকুসুমসঙ্কাশং সেই মহাদ্যুতিকে খুঁজি
শক্তিকে যে বেঁধে রেখেছে
অঙ্গারের মধ্যে।

আমি কান খাড়া করে রেখেছি–
শিখরভূম থেকে কখন ভেসে আসে
টানা-ভগৎদের প্রার্থনা:

টান বাবা টান। কাঁধে চড়া ভূতেদের
ঠ্যাং ধ’রে টান। টান টোন টান
টান বাবা টান। চোখ-ট্যারা ভূতেদের
চুল ধ’রে টান। টান টোন টোন টান

টান বাবা টান। কেটে পড়া ভূতেদের
নড়া ধ’রে আন। টান টোন টান

তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?
ভাই, ও ভাই।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM